ইউএনওর ওপর হামলা: গ্রেফতার দুজনই যুবলীগের

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে ইউএনও ওয়াহিদা খানম ও তার বাবাকে গুরুতর জখম করার অভিযোগে দু’জনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

শুক্রবার ভোরে হাকিমপুর, বিরামপুর ও ঘোড়াঘাট থানা পুলিশ এবং র্যাব রংপুর-১৩ এর একটি দল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে শুক্রবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটের দিকে হিলির কালিগঞ্জ এলাকায় বোনের বাড়ি থেকে আসাদুল ইসলামকে এবং জাহাঙ্গীর আলমকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। তাদেরকে রংপুরে র্যাব-১৩ এর কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গ্রেফতার জাহাঙ্গীর আলম (৪২) উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম (৩৫) উপজেলা যুবলীগের সদস্য।

হাকিমপুর থানার ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ জানান, আসাদুল ইসলাম ঘোড়াঘাট উপজেলার সাগরপুর গ্রামের এমদাদুল হকের ছেলে।

অপরদিকে জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা রানিগঞ্জের আবুল কালামের ছেলে বলে জানিয়েছেন ঘোড়াঘাট থানার ওসি আমিরুল ইসলাম।

জানা গেছে, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক এবং আসাদুল ইসলাম আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে টেন্ডারবাজী, চাঁদাবাজীসহ বিভিন্ন অপকর্মের অভিযোগ রয়েছে।

আরও জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম ঘোড়াঘাট উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। ২০১৭ সালে কমিটি ভেঙে দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটিতে জাহাঙ্গীর আলম আহ্বায়ক হন।

পুলিশ জানায়, বুধবার দিবাগত রাত তিনটায় দুষ্কৃতকারীরা ঘোড়াঘাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওয়াহিদা খানমের সরকারি বাসভবনে প্রবেশ করে। হত্যার উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও তার বাবা ওমর আলীকে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করে।

এ ঘটনায় বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) জাকির হোসেনকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন রংপুর বিভাগীয়

কমিশনার। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- রংপুর ডিআইজির একজন প্রতিনিধি এবং দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসিফ মাহমুদ।

এছাড়া হামলার ঘটনায় ওয়াহিদা খানমের ভাই শেখ ফরিদ বাদী হয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘোড়াঘাট থানায় একটি মামলা করেছেন।

সূত্র- জাগো নিউজ

খালেদার মুক্তির মেয়াদ ৬ মাস বাড়ছে

বিরোধীদল বিএনপির চেয়ারপার্সন এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মুক্তির মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়ানোর অভিমত দিয়েছে আইন মন্ত্রণালয়।আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেয়ার পুরোন শর্তে তার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করার পক্ষে এই মত তারা দিয়েছেন।

খালেদা জিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদনে স্থায়ীভাবে তার মুক্তি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু আইন মন্ত্রণালয় স্থায়ী মুক্তির আবেদন বিবেচনা করেনি। এছাড়া বিএনপি নেত্রীকে বিদেশে নিয়ে চিকিৎসা করানোর বিষয়ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল।

তবে আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদেশে নিয়ে চিকিৎসার ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে তারা এই আবেদনে চান নাই। এছাড়া তারা স্থায়ী মুক্তির আবেদন করেছিলেন। সেখানে আমরা আইনগত দিক থেকে সাজা ছয় মাস স্থগিত করে এই সময় পর্যন্ত তার মুক্ত থাকার মেয়াদ বাড়ানোর মতামত দিয়েছি।’

তিনি বলেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ের এই মতামত তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। এখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিষয়টি পাঠানো হবে।

খালেদা জিয়ার ছোট ভাই শামীম ইস্কান্দারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৪ শে মার্চ শর্ত সাপেক্ষে সরকারের নির্বাহী আদেশে সাজা স্থগিত করে ছয় মাসের জন্য সরকার খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল।

খালেদা জিয়া দুর্নীতির মামলায় দুই বছরের বেশি সময় জেল খাটার পর সেই দিনই মুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি এখন যে মুক্ত আছেন সেই মুক্তির মেয়াদ আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। সেই প্রেক্ষাপটে গত ২৫ শে অগাস্ট শামীম ইস্কান্দার পরিবারের পক্ষ থেকে স্থায়ী মুক্তি চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল।

এখন সেই আবেদনের ওপর আইন মন্ত্রণালয় তাদের মতামত পাঠালো। আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এটি প্যারোল বা জামিন মুক্তি নয়। ফৌজদারি কার্যবিধিতে সরকারের যে ক্ষমতা রয়েছে সেই ক্ষমতাবলে সাজা স্থগিত করে এই মুক্তির বিষয় এসেছে।

২০০৮ সালে বিএনপি চেয়ারপার্সনের বিরুদ্ধে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। দশ বছর পর ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মামলার রায়ে তার পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হয়। তবে পরে হাইকোর্ট সেই সাজা বাড়িয়ে দশ বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কোটচাঁদপুরে বিএনপি’র ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র আলাদা আয়োজনে দলের ৪২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

দিবসটি পালন উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় পৌর বিএনপি’র আয়োজনে শহরের পায়রা চত্তরে পৌর বিএনপি’র দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন শেষে পৌর বিএনপি’র আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র

সালাহ্উদ্দীন বুলবুল সিডলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব ফারুক হোসেন খোকন, যুগ্ন-আহ্বায়ক ফারুকুল আলম শেখা, যুগ্ন-আহ্বায়ক রুস্তম কবির, যুবদল নেতা ফয়েজ আহমেদ তুফান, যুবদল নেতা ইমদাদুল হক সহ পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা।

অন্যদিকে উপজেলা বিএনপি’র আয়োজনে শহরের মেইন বাসস্টান্ডের অস্থায়ী কার্যালয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান খাঁন লাভলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাঙ্গী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক একরামুল হক, সাবেক ছাত্র নেতা আশরাফুজ্জামান খাঁন মুকুল, বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান, মিজানুর রহমান শান্টু, মোহাম্মদ আলী, লিয়াকত আলী, আশরাফ আলী, ইউপি সদস্য মইদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম ভূইয়া, যুবদল নেতা সাইফুল ইসলাম মিন্টু, হাফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা এম এ মামুন সহ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপি’র নেতা-কর্মীরা।

পরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত সহ দল ও দেশের মঙ্গল কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। শেষে নেতা-কর্মীদের উপস্থিতিতে কেক কাটা হয়।

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

জীবননগরে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে মাস ব্যাপী ভ্রাম্যমাণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়।

টেকনোলজি এম পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড

রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকব) প্রকল্পের আওতায় আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে এক মাস মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মাস ব্যাপী কম্পিউটার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষেদেও চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মামুন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী প্রমুখ।

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

জীবননগরে বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির অস্থায়ী কার্যলয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তলনসহ দোয়া ও আলোচনা সভা শেষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আঃ রশিদের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আবুল হোসেন তোয়া, আরিফ জাহাঙ্গীর রাজা, পৌর যুবদলের আহবায়ক ও পৌর কাউন্সিলার হযরত আলী, পৌর বিএনপি নেতা মজনু রহমান, পৌর কাউন্সিলার আপিল মাহমুদ, হাবিবুর রহমান হবি, সাবেক কাউন্সিলার হাসান ,রায়হান নবী, খালেক,আশরাফ আলী, আমান হোসেন, রফা, বিএনপি নেতা বদর উদ্দিন বাদল, আয়ুব হোসেন, হাফিজুর রহমান, শহিদুল ইসলাম,

রফিউল ইসলাম, সেলিম হোসেন,রেজাউল, মতিয়ার, জাহাঙ্গীর, আতিয়ার রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান সোনা, সালাম, মিজান, বাশার মেম্বার,

ডাঃ মিজান, আলী হোসেন, টিপু মেম্বার, আমিনুল, জাফির মেম্বার, যুবদল নেতা আলতাফ, সাইফুল, সরোয়ার, রানা, সমসের, শিলন, মন্টু, আবুল,হাসানুজ্জামান, কাশেম,লাল, মিজান, ভুট্টু, সাইফুল, মিজান, শামীম, জিয়া, ইনামুল, বাবু, সুমন, মামুন, শাহিন,আরজ,নাজমুল ,জাহাঙ্গীর,কানন, জুলফিক্কার, মজিদ, সালাম মেম্বার, বকুল পৌর যুবদল নেতা, আনার হোসেন,

রাশেদিন, বাহার, রাজ্জাক, রবগুল, মোমিন, আরজ, সামাউল,মিঠু, আলফাজ, শুকুর, সাকের, হাকিম, শাজামাল, জাহাঙ্গীর, ইনাম, আরিফ, সান্টু, উপজেলা ছাত্রদল, মামুন পারভেজ, জ্যাকি, মাজেদ, রুবেল, তুহিন, শাহিন,রাসেল,পৌর ছাত্রদল নেতা , রাসেল, মুরাদ জন, আলামিন ,সম্রাট, নাজমুল, শাওন, সবুজ, তবিবুর, আফ্রিদি,কলেজ ছাত্রদল নেতা, রুমান, মুরাদ ছোট, ইমন, নাহিদ, হাসান, স্বাধীন প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক ও ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন ।

মেহেরপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪২ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে জেলা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নামে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে মুক্তিযোদ্ধার কথা বলে সবচেয়ে বেশি লুটপাট করছে। দেড় গজের কালো মুজিব কোট পরে সারা বাংলাদেশে একশ্রেণীর বিশাল জনগোষ্ঠী লুটপাট করতে নেমেছে।

করোনাকালীন মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত। একদিকে বন্যায় ভাসছে বাংলাদেশ অন্যদিকে করোনাই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ চিকিৎসার অভাবে মানুষ তার জীবন ও জীবিকা কে নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় পরিচালনা করছে। রাষ্ট্র যখন জনগণের সামর্থ্য হারায় জনগণের ভোট যখন হরণ করে সেই রাষ্ট্রকে একটি কোষ্ঠবদ্ধতা রাষ্ট্র আর পুলিশ বাদী রাষ্ট্র যাই বলুন না কেন সেই রাষ্ট্র হল প্রকৃত অর্থেই জনগণের বিরুদ্ধে একটি পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে কখনো ভারতের সমর্থনে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, কখনো অন্যদেশের সমর্থনে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। তার বিনিময়ে দেশের সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ করে দিয়েছে অন্য দেশকে।

এসময় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, দপ্তর সম্পাদক আবু সুফিয়ান হাবু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, তাঁতী দলের সভাপতি আরজুল্লা মাস্টার বাবলু, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সহসভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশাররফ হোসেন তপু, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম,জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন,সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার সহ মেহেরপুর জেলা বিএনপি, যুবদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদল সহ সকল অংগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা

‘দলে সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থাকলে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে’

আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম কামাল হোসেন বলেছেন, যারা আওয়ামী লীগ করেন, তারা যদি কোন অপকর্ম করে তাহলে ব্যক্তির

অপকর্মের দায়ভার আওয়ামী লীগের উপর বর্তায়। দোষ করে ব্যক্তি বিশেষ, গালি খায় দল ও দলের শীর্ষ নেতারা। দলে যদি সাহেদ-সাবরিনাদের মতো কেউ থেকে থাকে তাহলে তাদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে। কারণ ব্যক্তির দোষের কারণে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার রাতদিন পরিশ্রম বিফলে যেতে পারে না।

সোমবার দুপুরে ২৩ বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কৃষক লীগ ঢাকা মহানগর উত্তর আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি, এতিম শিশুদের মধ্যে মৌসুমী ফল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা শুধু ব্যক্তি হত্যা নয়। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হত্যা করতে চেয়েছিল। জিয়াউর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের এজেন্ট ছিলেন। কারণ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কর্নেল বেগ জিয়াউর রহমানকে চিঠি দিয়েছিল। কর্নেল বেগ, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান হয়। জমির বেগ লিখেছিল, তোমার ছেলে ও বউ ভালো আছে। তুমি যুদ্ধ চালিয়ে যাও। মেজর জলিল সম্পর্কে সতর্ক থেকো। এতেই বোঝা যায় জিয়া পাকিস্তানের এজেন্ট ছিল।

তিনি বলেন, বিএনপি এখন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কথা বলে? অথচ তারাই জাতির পিতার হত্যার বিচার চাওয়া যাবে না মর্মে ইনডেমনিটি দিয়েছিল। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে অপারেশন ক্লিন হাটের নামে ১২৮ জন আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে হত্যা করলো। পরে কেউ এই হত্যার বিচার চাইতে পারবে না, মর্মে আইন করলো।

একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার সঙ্গে সরাসরি তারেক রহমান দাবি করে কামাল বলেন, যদি জড়িত না হয় তাহলে পিন্টুর ভাইকে কেন বিদেশ পাঠানো হলো? সেনাবাহিনীর একজন বলল চারটি গ্রেনেড উদ্ধার হলো? সে গ্রেনেডগুলো কোথায় গেল? তদন্ত করা হলো না কেন?

প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ও আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, জাতির পিতা চির অমর হয়ে থাকবেন। তাকে ভোলা সম্ভব নয়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, একটু স্বাধীন ভূখণ্ড প্রদানের জন্য। বিধ্বংস দেশকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই দিলের ঘটনার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে-এজন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেক নেতাকর্মীকে সতর্ক থাকতে হবে। জাতির

পিতাকে হত্যা করা হয়েছিল পাকিস্তানের পরাজিত হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের উত্তরসূরীরা এখনো সক্রিয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্র কি থেমেছে? আগস্ট মাসেও সেই উল্লাস দেখেছি। তারেক রহমানের কারণেই একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা করা হয়েছিল।

কৃষকলীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দ বলেন, কৃষক লীগের সভাপতি সরকারিভাবে ধান চাল ক্রয় করার সময়ে সরকারি ধান চাল ক্রয় বিভিন্ন কমিটিতে কৃষক প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান। একই সঙ্গে শোককে শক্তিতে রূপান্তিত করে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি বলেন, জাতির পিতার হত্যার বিচার বন্ধে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশটি ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাতিল করে। সে সময় বিচারের পথ খুলে দেয়। তখন জাতির পিতার ঘনিষ্ঠজন মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলা আংশিক রায় কার্যকর করে বাকি ৫ জন পলাতক খুনিকে দেশে ফিরিয়ে এনে ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানান।

ঢাকা মহানগর উত্তর কৃষক লীগের সভাপতি মাকসুদুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হালিম খানের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষক লীগের নেতা সাবেক বিশ্বনাথ সরকার বিটু, আবুল হোসেন, নেতা মোস্তফা কামাল চৌধুরী, আলহাজ্ব আকবর আলী চৌধুরী, অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, এ্যাড. গাজী জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম রেজা, হিজবুল বাহার রানা, অধ্যাপক ডা. মজিবুর রহমান মিয়াজী, কৃষ্ণ গোপাল পাল, সামিউল বাসির সামি প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কৃষকদের শীতকালীন সবজি বীজ

দেবে কৃষক দল

বিএনপি’র ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আগামীকাল মঙ্গলবার ১-৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসব্যাপী সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে শীতকালীন শাক-সবজির বীজ বিতরণ কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল।

আজ সোমবার কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এস কে সাদী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, কৃষক দলের আহ্বায়ক শামসুজ্জামান দুদু এবং সদস্য সচিব কৃষিবিদ হাসান জাফির তুহিন দেশব্যাপী সংগঠনের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীদেরকে বীজ বিতরণ কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল

সালাউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা-৫-এর আসন্ন উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়, বাবা একসময় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন। এটাই তার পুঁজি। নিজে আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠন কোথাও নেই। তার পরও হতে চান রাজধানীর একটি আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একজন আইনপ্রণেতা।

একইভাবে ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট চান জিন্নাত আলী। তার রাজনৈতিক পরিচয়, তিনি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ‘সাবেক’ সদস্য। একই আসনে নৌকার প্রার্থী হতে চান হাজী বিল্লাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ। নরসিংদীর এক উপজেলা নেতা মোজাম্মেল হকও হতে চান সাহারা খাতুনের উত্তরসূরি। আজ বিকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে পাঁচটি

গ্রহণ করা উচিত যে, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে। এটা না করে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী কিংবা অটোমোবাইলের ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেওয়া হলে দলের ভিতরে সংকট সৃষ্টি হবে।’

অতীতে ঢাকার দুই আসনের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের ফরম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তারা সবাই দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এদের কেউ কেউ ২০০১ সালের পর চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ ওয়ান-ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে মুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছেন। এ দুই আসনের নেতা- কর্মীরা বলছেন, অনেক প্রার্থীই তাদের মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য সংযোজন করেছেন।

কারণ, ১০ বছর আগেও যারা বিএনপি-জামায়াত করতেন তারাও এখন এ দুই আসনে দলীয় মনোনয়ন চান। আবার এক দিনও রাজনীতির মাঠে না থেকে এখন ত্যাগী নেতা সেজেছেন। দলটির ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন- দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল? দল ক্ষমতায় আছে বলেই তারা নির্বাচনী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, দানবীর সাজার চেষ্টা করছেন।

সূত্রমতে, শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে হাইব্রিড ও সুবিধাবাদীদের ছড়াছড়ি। ত্যাগীর সংখ্যা হাতে গোনা। মনোনয়ন চেয়ে দলীয় ফরম কিনেছেন এমন অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় অচেনা। মনোনয়নপ্রত্যাশীরা কবে কোথায় কীভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। শূন্য হওয়া ঢাকা-১৮ আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর ফরম কেনা দেখে খোদ দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও হতবাক। এমনকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিস্মিত হয়েছেন তালিকা দেখে। এসব প্রার্থীর অনেকে ছাত্রজীবনে অন্য দল করলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্রে সে তথ্য তুলে ধরেননি।

জানা যায়, কেউ কেউ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তারাও এখন উপনির্বাচনে আওয়ামী প্রার্র্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। আবার কেউ কেউ ‘ডামি’ প্রার্থী হিসেবেও দলের মনোনয়নপত্র কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে- দলের দুঃসময়ে এত প্রার্থী ছিল কোথায়? এদের অনেককেই ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এক আসনে এত এত লোক প্রার্থী হতে আগ্রহী, এতে অস্বস্তি বোধ করছে আওয়ামী লীগ।

মজিবুর রহমান,

যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য মো. আবুল বাশার, ভাসানটেক থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. ইয়াজ আলী ফকির, ডিএনসিসির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম মোল্লা, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী রবিন, ব্যবসায়ী এম এ রাজ্জাক খান, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য মুনতাজুল করিম, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. খসরু চৌধুরী, আওয়ামী লীগ উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাজমুল হক বাবু, সাবেক সচিব মোহাম্মদ মুসা, পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি এস এম মাহফুজুল হক নূরুজ্জামান, মহিলা লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রেবেকা বেগম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দিন, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোফাজ্জল হোসেন, ঢাকা মহানগরী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, উত্তরখান থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কামাল উদ্দিন,

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. আফসার উদ্দিন খান, সাবেক উত্তরখান ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক নির্মল ডি কস্তা, খিলক্ষেত থানা যুব মহিলা লীগ সভাপতি নাজমা আক্তার, নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোজাম্মেল হক, ভাটারা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইসহাক মিয়া, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, ঢাকা মহানগরী উত্তর যুবলীগের সাবেক সহসভাপতি ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডি এম শামীম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. হাবিব হাসান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহা. কবির হোসাইন,

খিলক্ষেত থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কেরামত আলী দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য আবদুল ওয়াদুদ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আমিনুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য কাজী খলিলুর রহমান, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখা স্বাচিপের সভাপতি ডা. সাব্বির আহমেদ খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সাজ্জাদ, তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এস এম হোসাইন, উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সহসভাপতি রহিমুল হক, মহিলা আওয়ামী

লীগের সহসভাপতি নাসিমা ফেরদৌস,

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সাবেক সদস্য মোজাম্মেল হোসেন মাতুব্বর (আমিনুল), ভাটারা থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য জিন্নাত আলী, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ মামুনুল হক, যুবলীগ নেতা হৃদয় চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মো. রেজাউল করিম, হাজী জিন্নাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ ওয়ালী আল কাদির, সাবেক দক্ষিণখান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মফিজউদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামীম রেজা ও উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের সদস্য (প্রস্তাবিত) এস ফয়সাল আহমেদ।

ঢাকা-৫ আসনে যারা মনোনয়ন ফরম তুলেছেন তারা হলেন- ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার বড় ছেলে মশিউর রহমান সজল, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের (একাংশ) সভাপতি হারুন উর রশিদ সিআইপি, রমনা থানা আওয়াী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এম এ কাশেম, যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ মুন্না, সভাপতি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু, ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক চৌধুরী সাইফুন্নবী,

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাবেক এপিএস ড. আওলাদ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগ সভাপতি নুর ইসলাম মোল্লা, দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য নেহরিন মোস্তফা দিশি, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, ডেমরা নাট্যকলা একাডেমির উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবদুর রাকিব ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সদস্য বশির আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, ঢাকা দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, আওয়ামী লীগ নেতা শওকত আলীর ছেলে সালাউদ্দিন আহমেদ, যুবলীগ মহিলা লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাদিরা পারভীন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে

বলেন, ‘একটি আসনের উপনির্বাচনে ৫৬ জনের মনোনয়নপত্র ওঠানোটা “অসুস্থ” প্রতিযোগিতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে এত লোকের ভিড় করার দরকর নেই। যারা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, ত্যাগী ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য তাদেরই মনোনয়নপত্র তোলা উচিত। গয়রহ তোলা দুঃখজনক। এটা মিছে সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলা ছাড়া কিছুই নয়।’

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার নির্দেশ রেলমন্ত্রীর

রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, দেশের একমাত্র চতুর্দেশিয় স্থলবন্দর বাংলাবান্ধা নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী মহা-পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। কারণ এই পোর্টটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য স্থলবন্দরের চেয়ে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বন্দরের সাথে প্রতিবেশী বেশ কয়েকটি দেশের যোগাযোগ হচ্ছে। তিনি বলেন বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতে হবে। তিনদিকে সীমান্ত থাকায় বন্দরের যায়গা কম। তাই অবকাঠামোসহ অন্যান্য ব্যাপারে টেকসই চিন্তা করতে হবে।

এ ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট মহা-পরিকল্পনা করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী মহলসহ জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, সকল উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে সরকার এখন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করে কাজ করছে। সরকার দেশের এবং মানুষের অগ্রগতি ধরে রাখতে চায়।
শনিবার দুপুরে বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে এক মত-বিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের শিলিগুড়ি দিয়ে অন্যান্য দেশে রেল যোগাযোগ স্থাপনের চিন্তাভাবনা চলছে।

পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন স্থাপনের প্রকল্প অচিরেই চূড়ান্ত হবে। আশাকরি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে। বাংলাবান্ধা পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ হলে এই স্থলবন্দরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের রাজস্ব আয়ও বেড়ে যাবে। তাই আমরা যত দ্রুত সম্ভব বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে অন্যান্য দেশের সাথে রেল যোগাযোগ স্থাপন করতে চাই।

জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত-বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান ডাবলু, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা, সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনের সভাপতি রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন